সংবাদ

তারিখ ··17·JUL···2013···
পৃষ্ঠা ৩··৭ কলাম···· ৩·····

ইবি হল বন্ধের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা

● স্থগিত হচ্ছে অর্ধশত পরীক্ষা

প্রতিনিধি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বার বার আবাসিক হল বন্ধের একগুঁয়েমি সিদ্ধান্তে শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছেন। প্রায় ১৪ হাজার শিক্ষার্থীর কথা না ভেবেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের হঠকারী এ সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। এছাড়া বিভিন্ন বিভাগের প্রায় অর্ধশত চূড়ান্ত পরীক্ষার রুটিন থাকলেও হল বন্ধের সিদ্ধান্তে এই পরীক্ষাগুলো স্থগিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে করে শিক্ষার্থীরা আবার দীর্ঘমেয়াদি সেশনজটের কবলে পড়ছেন।

ক্যাম্পাস সূত্রে জানা যায়, পবিত্র রমজানের ছুটি উপলক্ষে আগামী ২০ জুলাই থেকে ১৯ আগস্ট পর্যন্ত আবাসিক হলগুলো বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। গত ৯ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রভোস্ট কাউন্সিলের মিটিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে হল বন্ধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে প্রায় ১৪ হাজার শিক্ষার্থীর কথা বিবেচনা না করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের হঠকারী এ সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা। আগামী ২০ তারিখ থেকে ২৯ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন বিভাগের প্রায় ৫০টি চূড়ান্ত পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। ছুটির ভিতরে কয়েকটি বিভাগের অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরীক্ষা শেষ না হওয়াতে তারা বিভিন্ন চাকরি সংক্রান্ত পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস সূত্রে জানা যায়, রমজানের মধ্যে আইন ও শরিয়াহ অনুষদভুক্ত ২টি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগের ২টি বর্ষের পরীক্ষা চলমান রয়েছে। একইভাবে পরীক্ষা রয়েছে আল-ফিকহ বিভাগেও। এই বিভাগে ৩টি শিক্ষাবর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা চলমান রয়েছে। প্রসঙ্গত, এই দুই বিভাগে প্রায় ১ থেকে ৪ বছরের সেশনজট রয়েছে। ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের দুটি বিভাগের পরীক্ষা অব্যাহত রয়েছে। এই অনুষদভুক্ত হিসাববিজ্ঞান ও তথ্যপদ্ধতি বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা চলমান রয়েছে যা শেষ হতে আগামী ১ আগস্ট পেরিয়ে যাবে। এছাড়া ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের ২০১০-১১ সেশনের চূড়ান্ত পরীক্ষা চলতি মাসে শেষ হবে। বাংলা বিভাগের ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষের মাস্টার্সের পরীক্ষা চলমান রয়েছে। এই বিভাগের চূড়ান্ত পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা রয়েছে আগামী ২৯ জুলাই।

এছাড়া চলতি মাসের ২০ তারিখে দাওয়াহ, ফলিত পুষ্টি ৩য় বর্ষ, অর্থনীতি ৩য় বর্ষ, বাংলা মাস্টার্স, গণিত ২য় বর্ষ ও ৪র্থ বর্ষ। ২১ জুলাই হিসাববিজ্ঞান ৪র্থ বর্ষ, হিসাববিজ্ঞান বিশেষ ও হিসাববিজ্ঞান ২য় বর্ষের ২য় সেমিস্টার। ২৩ জুলাই বাংলা মাস্টার্স। ২৫ জুলাই হিসাববিজ্ঞান ৪র্থ বর্ষ, হিসাববিজ্ঞান ৪র্থ গ্রেড উন্নয়ন। ২৭ জুলাই গণিত ২য় ও ৪র্থ বর্ষ এবং ২৯ জুলাই হিসাববিজ্ঞান ৪র্থ বর্ষের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

এদিকে হল বন্ধের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন শিক্ষার্থীরা। ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী মাহবুবা জামান বলেন, 'অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে ঈদের দিনেও হল খোলা থাকে আর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটির আগেই হল বন্ধ হয়ে যায়। হল বন্ধ হলে লেখাপড়ার মারাত্মক ক্ষতি হয়। ফলে আমরা চাকরি প্রতিযোগিতায় ভালো করতে পারি না।' আরেক শিক্ষার্থী বলেন, 'ছুটির দিনে পরীক্ষা নিয়ে আমাদের দীর্ঘ সেশনজটের কিছুটা কমানোর চেষ্টা করলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন হল বন্ধের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে আমি চিন্তিত। তারা ছাত্রদের কথা না ভেবে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

অন্যদিকে আগামী ১ আগস্ট পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অফিস খোলা থাকলেও আবাসিক হল বন্ধের সিদ্ধান্তে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. নজিবুল হক বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষার্থীদের কথা না ভেবে হল বন্ধের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা খুবই নিন্দনীয়। প্রশাসন রাতের আঁধারে অ্যাডহকে নিয়োগ দিতে হল বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছি।' এর আগে দীর্ঘ পাঁচ মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় তার কিছুটা পুষিয়ে নিতে ছুটির দিনে পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় অধিকাংশ বিভাগের শিক্ষকরা। কিন্তু হল বন্ধ হলে পরীক্ষাগুলো না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এ ব্যাপারে হল প্রভোস্ট কাউন্সিলের সভাপতি প্রফেসর ড. মাহবুবর রহমান বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে হল বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. শাহিনুর রহমান বলেন, 'ক্যাম্পাসটি কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ শহর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত হওয়ায় প্রক্টর, প্রভোস্ট ও আবাসিক শিক্ষকসহ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের ক্যাম্পাসে থাকেন না। ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার বিষয়টি কর্তৃপক্ষ প্রাধান্য দিচ্ছে।'

প্রসঙ্গত, গত বছরের ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১৭তম সিন্ডিকেটে ১৩২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে চাকরিপ্রার্থীদের প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় আন্দোলন এবং নিয়োগে অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, নিয়োগ-বাণিজ্যের অভিযোগে সাবেক ভিসি, প্রো-ভিসি, ট্রেজারারের পদত্যাগের দাবিতে শিক্ষক সমিতির আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ ৫ মাস ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ ছিল। ঐ সময় বিভিন্ন বিভাগের প্রায় ২৫০ চূড়ান্ত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। এতে করে নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষার্থীরা তাদের অনার্স, মাস্টার্স সম্পন্ন করতে পারছে না। ফলে মারাত্মক সেশনজটের কবলে পড়ছে শিক্ষার্থীরা।